দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 JAN 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা ঃ আজ তদন্ত কমিটির কাজ শুরু

।। মিটফোর্ড রিপোর্টার ।।

মেডিক্যাল ডেন্টাল কলেজসমূহে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময় ঢকার তিনটি কেন্দ্রে গোলযোগ সৃষ্টির ঘট-নাটি তদন্তের ব্যাপারে গঠিত তিন সদস্যের কমিটি আজ রোববার কাজ শুরু করবে। এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটি আজ ঢাকায় এক বৈঠকে বসবে। বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা ও তদন্ত শেষে আগামীকাল স্বাস্থ্য-বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ পেশ করা হবে। এই সুপা-রিশের ভিত্তিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ কেন্দ্রসমূহের মেডিক্যাল ও ডেন্টালে ভর্তি পরীক্ষা বাতিল সংক্রান্ত বিষয়টি সমাধানের পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

গতকাল তদন্ত কমিটির অন্যতম সদস্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক কবীরউদ্দীন আহমদের সঙ্গে এব্যাপারে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ-সমূহে ভর্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে ঢাকার তিনটি কেন্দ্রে যা ঘটছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। ভুক্তভোগী পরীক্ষার্থীদের জন্য আমিও সমব্যথী। তবে চূড়ান্ত বাছাইয়ে বাদপড়া ১১১ জন প্রার্থীর জন্য আমার কিছুই করার ছিল না। ১১১জন কেন বাদ পড়েছে, এ ব্যাপারে মেডিক্যাল শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন পরিচালক আমাকে কিছু বলেননি, শুধু জানানো হয়েছে এই ১১১ জন ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে না।

অধ্যাপক কবীরউদ্দীন আরো বলেন, ঢাকা মেডিক্যালে ৪৮৬০ জন ভর্তির জন্য আবেদন পত্র জমা দেয় এবং এসব আবেদনপত্র ও তৎসংলগ্ন কাগজপত্র পরীক্ষার পর মেডিক্যাল শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়নের পরিচালকের অফিসে পাঠানো হয়। গত মঙ্গলবার মেডিক্যাল শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন পরিচালক ১১১ জন অযোগ্য আবেদনকারীর তালিকা ঢাকা মেডিক্যালে পাঠান-যার কোন কারণ দেয়া হয়নি।

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক আফতাবউদ্দীন আহমদ জানিয়েছেন, আবেদনপত্র জমা নেয়ার সময় প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র পরীক্ষা করার পরই জমা নেয়া হয়েছে এবং তা মেডিক্যাল শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়নের পরিচালকের অফিসে পাঠান হয়েছে। সলিমুল্লাহ মেডিক্যালে ১৫৯১ জন আবেদনকারীর মধ্যে ৭ জন চূড়ান্ত বাছাইয়ের বাদ পড়েছে।

অধ্যাপক আফতাবউদ্দীন আরো জানান, মেডিক্যাল শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন বিভাগের পরিচালকের নির্দেশে উক্ত ৭ জন অযোগ্য প্রার্থীর মধ্য থেকে একজন প্রার্থীর ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। এই প্রার্থী স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের জনৈক সহযোগী অধ্যাপকের আত্মীয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।